ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

# রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 29 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in
ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ১৮৫ ● কলকাতা ● ২৪ আষাঢ়, ১৪৩২ ● বুধবার ● ০৯ জুলাই ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

# মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ পোষ্টে উত্তর দিলেন দিলীপ ঘোষ

**বেবি চক্রবর্ত্তী: কলকাতা**

তাঁকে নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই জল্পনা চলছে। ২১ জুলাই তৃণমূলের শহিদ দিবসের মঞ্চে তাঁকে দেখা যাবে কি না, তা নিয়ে গুঞ্জন শুরু হয়। এই নিয়ে প্রশ্নের জবাবে তিনি এমন জবাব দিয়েছেন, তাতে ধোঁয়াশা কাটেনি। বরং জল্পনা বেড়েছে। এবার রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি দিলীপ ঘোষকে দেখা গেল, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে রিপ্লাই দিতে।কোচবিহারের এক বাসিন্দাকে এনআরসি নোটিস পাঠিয়েছে অসম সরকার। কোচবিহারের বাসিন্দা রাজবংশী সম্প্রদায়ের উত্তম কুমার ব্রজবাসীকে অসমের ফরেনার্স ট্রাইব্যুনাল এনআরসি নোটিস পাঠানোয় সরব হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা

এরপর ৩ পাতায়

## শমীকের সঙ্গে সাক্ষাতের পর 'দিলীপ ঘোষের মেগা চমক, সব জল্পনার অবসান

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

দলে একঘরে দিলীপ ঘোষ! একুশে জুলাইয়ে তৃণমূলে যোগ দিতে পারেন! শত জল্পনার মাঝেই সল্টলেকের রাজ্য বিজেপি দপ্তরে হাজির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। সাক্ষাৎ সারলেন সদ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের সঙ্গে। দুজনের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ বৈঠক হয়। সেখান থেকে বেরিয়ে 'ঝোড়ো' ব্যাটিং

এরপর ৩ পৃষ্ঠায়

# ভারতে রেসপিরেটরি সিনসিটিয়াল ভাইরাস (RSV) এর বিরুদ্ধে সচেতনতা এবং টিকাদানের প্রয়োজনীয়তা

**কলকাতা, জুলাই, 2025**

ভারতের চিকিৎসা বিশেষজ্ঞরা শিশু এবং পাঁচ বছরের কম বয়সী বাচাদের নিম্ন শ্বাস নালীর সংক্রমণের একটি অত্যন্ত সংক্রামক কিন্তু কম আলোচিত কারণ, রেসপিরেটরি সিনসিটিয়াল ভাইরাস (RSV) এর প্রতি জরুরি মনোযোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

আরএসভি, যা প্রায়শই হালকা মৌসুমী ঠান্ডা বলে ভুল হয়, প্রতি বছর বিশ্বব্যাপী পাঁচ বছরের কম বয়সী প্রায় 3.6 মিলিয়ন শিশু হাসপাতালে ভর্তি হয় এবং প্রায় 100,000 শিশুর মৃত্যু হয়। ভারত, যেখানে বার্ষিক প্রায় 2.5 কোটি শিশুদের জন্মের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি, এই বোঝায় উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। দেশের বর্ষা এবং শীতের শুরুর মাসগুলিতে এর প্রভাব বিশেষভাবে তীব্র হয়, যখন নবজাতক আইসিইউতে ভর্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। উদ্বেগজনকভাবে, এমনকি সমস্ত আর্থ-সামাজিক পটভূমির সুস্থ, পূর্ণ-মেয়াদী শিশুদেরও আরএসভি -সম্পর্কিত জটিলতার কারণে প্রায়শই অক্সিজেন বা ভেন্টিলেটর সহায়তার প্রয়োজন হয়। অতএব, তরুণদের জীবনে এই রোগের প্রভাব কমাতে উপলব্ধ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে অভিভাবক এবং স্বাস্থ্যসেবা পেশাদারদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ইন্ডিয়ান একাডেমি অফ পেডিয়াট্রিক্স (IAP) এর বর্তমান ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট, ডঃ বসন্ত এম. খালাতকার বলেন, "শিশু স্বাস্থ্যের জন্য আরএসভি একটি উল্লেখযোগ্য থ্রেট হিসেবে রয়ে গেছে, এবং হাত ধোয়ার মতো স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থা অপরিহার্য হলেও, প্রায়শই এগুলি যথেষ্ট নয় - বিশেষ করে এক বছরের কম বয়সী শিশুদের জন্য। সাম্প্রতিক বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) দীর্ঘ-কার্যকরী মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি (mAb) এর সুপারিশ এবং ভারতের এই সমাধানগুলিতে অ্যাক্সেস সক্ষম করার সাথে সাথে, এখন আমাদের কাছে আমাদের ছোটদের সুরক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ সরঞ্জাম রয়েছে। উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ শিশুদের জন্য প্যালিভিজুমাব পাওয়া যাচ্ছে, যা আরএসভি মরশুমে মাসিক ডোজের মাধ্যমে সুরক্ষা প্রদান করে। এখন, নিরসেমিভাব - একটি একক ডোজ, দীর্ঘ-কার্যকরী অ্যান্টিবডি যা ঋতুব্যাপী সুরক্ষা প্রদান করে - এর আগমনের সাথে সাথে আমরা একটি বড় অগ্রগতি দেখতে পাচ্ছি। জন্মের পরপরই বা নিয়মিত ফলো-আপের সময় পরিচালিত হলে, এই প্রতিরোধমূলক বিকল্পগুলি আরএসভি-সম্পর্কিত হাসপাতালে ভর্তির সংখ্যা অনেকাংশে কমাতে পারে এবং ব্রঙ্কিওলাইটিস এবং নিউমোনিয়ার মতো গুরুতর জটিলতা থেকে শিশুদের রক্ষা করতে পারে। ভারত জুড়ে আরএসভি'র প্রভাব কমাতে প্রতিরোধ, সময়মত সচেতনতা এবং পিতামাতার সম্পৃক্ততা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।"

সানোফির মেডিকেল ইন্টারন্যাশনাল রিজিয়নের প্রধান ডাঃ সিজার মাসকারেনাস মন্তব্য করেছেন, "আমরা দীর্ঘদিন ধরেই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশ সহ বৈশ্বিক সুপারিশগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিজ্ঞান-চালিত সমাধানগুলি এগিয়ে নিয়ে প্রতিরোধের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ফাঁকগুলি পূরণ করার জন্য কাজ করে আসছি। উন্নত প্রতিরোধমূলক যত্নের মাধ্যমে ভারতে আরএসভি বোঝা মোকাবেলা করা এখন সময়ের দাবি। আরএসভির প্রভাব হ্রাস এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য সচেতনতা জোরদার করা, প্রতিরক্ষামূলক হস্তক্ষেপের অ্যাক্সেস উন্নত করা এবং সময়মত টিকাদান সক্ষম করা অপরিহার্য পদক্ষেপ।"

ডঃ রেড্ডি'স-এর মেডিকেল অ্যাফেয়ার্স বিভাগের প্রধান ডঃ ভাবেশ কোটাক আরও বলেন, “বিশ্বব্যাপী আরএসভির বোঝার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ভারত বহন করছে। উন্নত প্রতিরোধমূলক যত্ন এবং প্রতিরোধমূলক সমাধানের প্রাথমিক অ্যাক্সেস সহ উচ্চ-আয়ের দেশগুলির বিপরীতে, ভারত এখনও সময়মত রোগ নির্ণয় এবং সুরক্ষার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। আরএসভির তীব্রতা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং যুগান্তকারী টিকাদান সমাধানের সক্ষম অ্যাক্সেস আরএসভির প্রতি আরও ন্যায়সঙ্গত এবং কার্যকর জাতীয় প্রতিক্রিয়া গড়ে তোলার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে।”

2025 সালের এপ্রিল মাসে, সানোফি এবং ডঃ রেড্ডি'স তাদের অংশীদারিত্ব সম্প্রসারণের ঘোষণা দেয় যাতে তারা ভারতে একটি অভিনব, একক-ডোজ প্রতিরোধমূলক টিকাদান আনয়ন করে যা শিশুদের আরএসভি-সম্পর্কিত জটিলতা থেকে রক্ষা করার জন্য তৈরি করা হয়েছে। আরও বিস্তারিত জানার জন্য যত্নশীল বা অভিভাবকদের তাদের শিশু বিশেষজ্ঞ / নবজাতক বিশেষজ্ঞের সাথে কথা বলার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

# ফালাকাটা শহর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে এবার স্বয়ংক্রিয় গাড়ি নামাল পুরসভা

**হরেকৃষ্ণ মন্ডল,ফালাকাটা**

গাড়ির মাধ্যমেই এবার রাস্তা পরিষ্কার,রাস্তায় জল দেওয়া সহ একাধিক পরিষেবা মিলবে।পরীক্ষামূলক ভাবে এই পরিষেবা চালুও করল ফালাকাটা পুরসভা।পুরসভা সূত্রে খবর, উত্তরের আলিপুরদুয়ার,জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহার জেলার পুরসভা গুলির মধ্যে ফালাকাটাই প্রথম এমন স্বয়ংক্রিয় গাড়ি কিনল।এদিন রাস্তা পরিষ্কারের এমন গাড়ি দেখতে রীতিমতো ভীড় জমে যায় শহরে।ফালাকাটা পুরসভার চেয়ারম্যান প্রদীপ মুহুরি বলেন,আধুনিক নাগরিক পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমরা উদ্যোগ নিয়েছি।এর জন্য প্রায় ৪৭লক্ষ টাকা দিয়ে একটি স্বয়ংক্রিয় গাড়ি কিনেছি। এই

এরপর ৫ পাতায়

(১ম পাতার পর)

# মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ পোষ্টে উত্তর দিলেন দিলীপ ঘোষ

বন্দ্যোপাধ্যায়। এক্স হ্যান্ডলে এই নিয়ে তিনি লেখেন, "এটি আমাদের গণতন্ত্রের উপর একটি পরিকল্পিত আক্রমণ ছাড়া আর কিছুই নয়। এটিই প্রমাণ করে যে অসমে ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকার পশ্চিমবঙ্গে এনআরসি চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে, যেখানে তাদের কোনও ক্ষমতা বা অধিকার নেই। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে ভয় দেখানো, ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া এবং নিশানা করার একটি পূর্বপরিকল্পিত নোংরা চক্রান্ত চলছে। এই অসাংবিধানিক আগ্রাসন জনবিরোধী এবং এটি বিজেপির বিপজ্জনক ষড়যন্ত্রকে দিনের আলোর মত স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে, গণতান্ত্রিক সুরক্ষাকে ধ্বংস করে বাংলার মানুষের পরিচয় মুছে ফেলার অপচেষ্টা চালাচ্ছে বিজেপি।এখানেই না থেমে বিরোধী দলগুলিকে একজোট হওয়ার আহ্বান জানিয়ে মমতা আরও লিখেছেন, "এই উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে সমস্ত বিরোধী দলগুলির একজোট হওয়া এবং বিজেপির বিভাজনমূলক ও দমন পীড়নের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো অত্যন্ত জরুরি। ভারতবর্ষের সাংবিধানিক কাঠামোকে ধ্বংস করা হলে, বাংলা চুপ করে থাকবে না।

এক্স হ্যান্ডলে মমতার এই পোস্টেই রিপ্লাই দিয়েছেন দিলীপ ঘোষ। তাঁর তৃণমূলে যোগদান নিয়ে যখন জল্পনা চলছে, তখন মমতার পোস্টে 'রিপ্লাই' দিয়ে দিলীপ লিখেছেন, "এনআরসি একটি আইন। মুখ্যমন্ত্রীর যদি কিছু বলার থাকে, তাহলে সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রেন্ড না করে প্রশাসনিক পথে এগোন।

রাজনীতির কারবারিরা বলছেন, তাঁর তৃণমূলে যোগদান নিয়ে জল্পনার মধ্যে এই জবাব দিয়ে দিলীপ নিজের বার্তা স্পষ্ট করে দিলেন। এদিকে, এদিন বিকেলেই সল্টলেকে বিজেপি দফতরে গিয়ে রাজ্য বিজেপির নতুন সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের সঙ্গেও দেখা করেন প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ। সেই বৈঠকের পর তিনি জানিয়ে দেন, ২০২৬ সালে বাংলা থেকে তৃণমূলকে 'সাফ' করতে শমীকের পাশে রয়েছেন তিনি।

(১ম পাতার পর)

# শমীকের সঙ্গে সাক্ষাতের পর 'দিলীপ ঘোষের মেগা চমক, সব জল্পনার অবসান

করলেন দিলীপ।দিন কয়েক আগে দিলীপ ঘোষের দলবদল নিয়ে শমীক বলেছিলেন, “দিলীপ ঘোষ সেলেবল নন।” সেই প্রসঙ্গ টেনে এদিন দিলীপ বলেন, “বাজারে যার দাম থাকে তার সেলের কথা ওঠে। যাদের দাম নেই তাদের কিনবে কে? তারা রাস্তায় পড়ে থাকে। দিলীপ ঘোষের দাম আছে, দাম থাকবে। দিলীপ ঘোষ সেলেবেল নয়।” পাশাপাশি নয়া রাজ্য সভাপতির ভূয়সী প্রশংসা করেন দিলীপ। বলেন, “যখন দলে এসেছিলাম তখন শমীকদা আমার সিনিয়র ছিলেন। নতুন-পুরনো সব কর্মীরা মিলেই দলকে এই জায়গায় এনেছে। লড়াই জারি থাকবে। শমীকদার নেতৃত্বেই নবান্নে পরিবর্তন আসবে।” পাশাপাশি রাজ্য সভাপতিকে মেদিনীপুরে আসার জন্যও আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।দলের দাপুটে নেতা দিলীপের ‘মান’ ভাঙাতে ফোন করেছিলেন শমীক। তাঁর আমন্ত্রণ রক্ষা করতে মঙ্গলবার রাজ্যদপ্তরে আসেন দিলীপ। তিনি আসতেই উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন কর্মীরা। শুরু হয় স্লোগান দেওয়া। ‘দিলীপ ঘোষ স্বাগতম, বাংলার দামাল ছেলে দিলীপ ঘোষ স্বাগতম’, স্লোগান চলতে থাকে। ফুল, মিষ্টি নিয়ে হাজির হন কর্মীরা। অনুগামীদের হাত তুলে শান্ত করেন দিলীপ। এরপর শমীকও চেয়ারে দাঁড়িয়ে বক্তব্য রাখেন। নবনির্বাচিত সভাপতির জন্য গেরুয়া উত্তরীয় এবং পদ্ম প্রতীকে মেমেন্টো নিয়ে এসেছিলেন দিলীপ। উপহার তুলে দেন প্রাক্তন সহকর্মীর হাতে। দুজনের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ কথা হয়। সেখান থেকে বেরিয়ে স্বমেজাজে ঝোড়ো ব্যাটিং করেন দিলীপ।

# সারনাথে ১০ জুলাই আইবিসি আষাঢ় পূর্ণিমা-ধম্মচক্কপবত্তনা দিবস উদযাপন করবে

**নতুন দিল্লি ০৮ জুলাই ২০২৫**

সংস্কৃতি মন্ত্রকের অধীন আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ সংঘ(আইবিসি) মহাবোধী সোসাইটির সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে আষাঢ় পূর্ণিমা-ধম্মচক্কপবত্তনা দিবস উদযাপন করবে। সারনাথে মুলগন্ধা কুটি বিহারে ১০ জুলাই এই পবিত্র ধর্মীয় অনুষ্ঠান উদযাপিত হবে।

আষাঢ় পূর্ণিমা প্রথম ধম্মচক্র প্রবর্তন হিসেবে সূচিত হয়। এই দিনে ভগবান বুদ্ধ সারনাথের ডিয়ার পার্কে তাঁর বিশ্বস্ত পঞ্চ তপস্বীর কাছে প্রথম ধর্মীয় বাণী শুনিয়েছিলেন। এই পবিত্র অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে বর্ষা বাস সূচিত হয়। সারা বিশ্বে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ও প্রব্রাজিকারা এই দিনটি পালন করেন।

ওই দিন সন্ধ্যায় সঙ্ঘ সম্প্রদায় দ্বারা ঐতিহাসিক ধাম্মিক স্তূপে পবিত্র পরিক্রমা, মন্ত্রপাঠ অনুষ্ঠিত হবে। এরপর, বিশিষ্ট বৌদ্ধ সাধু, পন্ডিত এবং অভ্যাগতরা মঙ্গলাচরণ করবেন।

এই সারনাথেই ভগবান বুদ্ধ চারটি পরম সত্য এবং অষ্টাঙ্গিক মার্গ সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছিলেন, যা বৌদ্ধ ধর্মের ভিত্তি রচনা করে। বৌদ্ধধর্মাশ্রিত দেশগুলিতে এই দিনটির বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে।

# দুয়ারে ইগনু, উদ্যোগে কলকাতা আঞ্চলিক কেন্দ্র

**সংবাদ :কলকাতা, ০৭ই জুলাই, ২০২৫**

ইন্দিরা গান্ধী রাষ্ট্রীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, বিকাশ ভবনে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে ইগনু র ভর্তি প্রক্রিয়া, পাঠ উপকরণ প্রাপ্তি, পরীক্ষা দান পদ্ধতি, বার্ষিক নাম নথিভুক্তি করণ, ফলাফল প্রাপ্তি বিষয়ে নিয়ম কানুন নিয়ে আলোচনা করলেন কলকাতা আঞ্চলিক কেন্দ্রের বরিষ্ঠ আঞ্চলিক অধিকর্তা ড :সুজাতা দত্ত হাজারিকা, যুগ্ম অধিকর্তা ড :শান্তনু মুখার্জি ও সহ অধিকর্তা অজয় কুমার বেহেরা।

আলোচনার প্রথমে ইন্দিরা গান্ধী রাষ্ট্রীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এর বিশেষ আধিকারিক প্রভাষ চন্দ্র দত্ত স্বাগত বক্তব্যে ইগনু প্রসঙ্গে পাঠক্রম, পাঠ কেন্দ্র বিষয়ে উপস্থিত সাংবাদিক দের অবহিত করেন। পরে আঞ্চলিক অধিকর্তা ড :সুজাতা দত্ত হাজারিকা বিশদে ইগনু র স্থাপন কাল, উদ্দেশ্য, ভর্তি সংক্রান্ত নিয়মাবলী,বছরে দু বার ভর্তির সময় সূচি, মুক্ত দূর শিক্ষার উপযোগিতা, পাঠ কেন্দ্রে শিক্ষার্থীদের সহজে পাঠ গ্রহণ কি ভাবে সম্ভব তা বুঝিয়ে সাংবাদিক বন্ধুদের পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলায় খবরের

এরপর ৪ পাতায়

## সম্পাদকীয়

### তারকেশ্বরে বড় বৈঠক করে ফেলল মমতার ৭ মন্ত্রী

১০ জুলাই শুরু হয়ে যাচ্ছে শ্রাবণী মেলা। শেষ মুহূর্তে তারকেশ্বরে বড় বৈঠকে বসল প্রশাসন। বৈঠকে বসলেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, অরূপ বিশ্বাস, সুজিত বসু, পুলক রায়, ইন্দ্রনীল সেন, বেচরাম মান্না, স্নেহাশিস চক্রবর্তীরা। প্রসঙ্গত, এই ৭ মন্ত্রীর টিমের কাঁধেই ছিল দিঘার জগন্নাথ মেলার দায়িত্ব।ইতিমধ্যেই বৈদ্যবাটি, শেওড়াফুলি, নিমাইতীর্থ-সহ ১৬টি ঘাটে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কারণ এই ঘাটগুলি থেকেই সবথেকে বেশি সংখ্যক পুণ্যার্থীরা জল নিয়ে হাঁটা দেন তারকেশ্বরের উদ্দেশ্যে। জোরদার করা হয়েছে বৈদ্যবাটি থেকে তারকেশ্বর পর্যন্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা। গঙ্গায় ব্যারিকেড ও জালের ব্যবস্থা করা হয়েছে দুর্ঘটনা এড়াতে। শৌচাগার, পানীয় জলের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা যেমন করা হয়েছে তেমনি মোতায়েন থাকছে মেডিক্যাল টিম। পাশাপাশি নজরদারির জন্য লাগানো হয়েছে সিসিটিভি। একদিকে যেমন নজরদারি চালাবে চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেট, অন্যদিকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করবে হুগলি গ্রামীন পুলিশও। পর্যাপ্ত অ্যাম্বুলেন্সের পাশাপাশি বাইক অ্যাম্বুলেন্স ও লঞ্চ অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। এদিন সামগ্রিক বিষয় নিয়েই বৈঠকে কথা হয় বলে খবর।এবার তাঁদেরই শ্রাবণী মেলার দায়িত্ব সঁপেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন তারকেশ্বরে একটি গেস্ট হাউসে হয় এই প্রশাসনিক বৈঠক।

সাত মন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা শাসক, পুলিশ সুপার,জেলা সভাধিপতি, মহকুমা শাসক সহ একাধিক ব্লকের ব্লক আধিকারিক, এবং একাধিক ব্লকের বিধায়করা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন,পূর্ত দফতর, বিদ্যুৎ, দমকল, স্বাস্থ্য এবং বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের আধিকারিকরা।

(৩ পাতার পর)

### দুয়ারে ইগনু, উদ্যোগে কলকাতা আঞ্চলিক কেন্দ্র

মাধ্যমে জানাতে অনুরোধ করেন। যুগ্ম অধিকর্তা ড: শান্তনু মুখোপাধ্যায় এই পঠন পাঠনে সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা এবং ডিগ্রি লাভের সহজ পদ্ধতি র সঙ্গে পিএইচডি পর্যন্ত কি কি বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করা যায়, তা ব্যাখ্যা করেন। সহ অধিকর্তা অজয় কুমার বেহেরা ইগনু র কমন প্রো সপেকটাস এর উল্লেখ করেন। নিয়মিত কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এর বিষয় ছাড়াও যে পেশা মুখী নানান আধুনিক প্রযুক্তি বিষয় নিয়ে সহজে পাঠ গ্রহণ করা যায় এবং যে কোনো বয়সেই পড়াশোনা করা যায় তার উল্লেখ করেন।তপশিলি জাতি ও উপজাতি শিক্ষার্থীরা কোনো আর্থিক খরচ খরচা ছাড়াই পাঠ গ্রহণ করতে পারবেন সে বিষয়েও সাংবাদিক বন্ধুদের উল্লেখ করেন। ইগনু যে পিপলস ইউনিভার্সিটি এবং জাতীয় শিক্ষানীতি নির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থা তাও আলোচিত হয়। প্রায় কুড়িজন প্রিন্ট এবং ইলেক্ট্রনিক সাংবাদিক বন্ধু এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। বিশিষ্ট রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী জয়ন্তী সরেন এর কণ্ঠে চোখের আলোয় দেখেছিলেম রবীন্দ্র সঙ্গীত বাংলায় ও সান্তালি ভাষায় পরিবেশন এর মাধ্যমে সভার কাজ শেষ হয়।

## তুমি লক্ষ্মী-সরস্বতী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(আঠারোতম পর্ব)

করতে সক্ষম। জল ও দুধ মিশ্রিত থাকলে হাঁস শুধু সারবস্তু দুধ বা ক্ষীরটুকু গ্রহণ করে আর জল পড়ে থাকে। জ্ঞান সাধনায় হাঁসের এ স্বভাব যথেষ্ঠ তাৎপর্য বহন করে। তাই বিদ্যাদেবীর বাহন হিসেবে হাঁসকে খুব ভালোই মানায়।হাতে বীণা ধারণ করেছেন বলেই তাঁর অপর নাম বীণাপাণি। বীণার সুর মধুর। পূজার্থী বা বিদ্যার্থীর মুখ নিঃসৃত বাক্যও যেন মধুর হয় এবং জীবনও মধুর সংগীতময় হয় এ কারণেই মায়ের হাতে বীণা।হিন্দুদের দেবী হয়েও বৌদ্ধ বা জৈনদের কাছ থেকেও পূজা পেয়েছেন সরস্বতী। অনেক

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

## নিষ্ক্রিয় পিএম জন ধন যোজনা খাতা বন্ধ করার কোনো নির্দেশ দেওয়া হয়নি : আর্থিক পরিষেবা দপ্তর, অর্থ মন্ত্রক

**নয়াদিল্লি, ৮ জুলাই, ২০২৫**

নিষ্ক্রিয় পিএম জন ধন যোজনা খাতা বন্ধ করে দিতে অর্থ মন্ত্রকের আওতাধীন আর্থিক পরিষেবা দপ্তর নির্দেশ জারি করেছে বলে সংবাদমাধ্যমের একাংশে প্রকাশিত খবর ঠিক নয় বলে সংশ্লিষ্ট দপ্তর জানিয়ে দিয়েছে।

১ জুলাই থেকে সারা দেশজুড়ে জন ধন যোজনা, জীবন জ্যোতি বিমা যোজনা, অটল পেনশন যোজনা সহ বিভিন্ন কল্যাণমূলক প্রকল্পের কাজে আরও সম্পৃক্তি আনার তিনমাসের কর্মসূচির সূচনা করেছে আর্থিক পরিষেবা দপ্তর। এই সময়ে ব্যাঙ্কগুলিকে কেওয়াইসি সংক্রান্ত বকেয়া কাজ শেষ করে ফেলারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর্থিক পরিষেবা দপ্তর নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকা জন ধন যোজনা খাতার বিষয়টিতে ধারাবাহিক নজর রেখে চলেছে এবং ব্যাঙ্কগুলিকে ঐসব অ্যাকাউন্টধারীর সঙ্গে যোগাযোগ করে খাতা আবার চালু করার উদ্যোগ নিতে বলা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনা খাতার সংখ্যা ধারাবাহিকভাবে বেড়ে চলেছে এবং এই যোজনার আওতায় নিষ্ক্রিয় খাতা বন্ধ করে দেওয়ার কোনো ঘটনা দপ্তরের নজরে আসেনি।

## বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

অর্থাৎ দীপান্বিতা কালীপুজোর একটি প্রাচীন সম্ভাবনা হিসেবে একে গণ্য করা যেতে পারে (কার্তিকী অমাবস্যায় মাতৃকা উপাসনার ক্ষেত্রে গৌড়বঙ্গে লক্ষ্মী যেহেতু কালীর দ্বারা প্রতিস্থাপিত)।

ক্রমশঃ


## • সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

# গুরু পূর্ণিমা

**স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন**

গুরুপূর্ণিমার দিনটি সাধকের জীবনে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং আনন্দময় দিন। সাধক বলতে যে পরম চৈতন্য কে জানতে অনুভব করতে ব্যাগ্র অর্থাৎ যে কোন মূল্যে পরম চৈতন্যের অনুভূতি পেতে চায়। আর এই ব্যাগ্রতাই একজন সাধারণ মানুষকে সাধকে রূপান্তরিত করে। সাধক ব্যাকুল হলে পরমাত্মাও তার প্রতিনিধি স্বরূপ গুরু কে তখন তাঁর সাধকের জীবনে পাঠান। পরম চৈতন্যের অনুভূতি পেতে গেলে এমন একজনের সান্নিধ্য দরকার যিনি নিজে সেই অনুভূতি প্রাপ্ত করেছেন। যিনি সেই পরম চৈতন্য কে নিজের মধ্যে পেয়েছেন একমাত্র তিনিই সেতু হয়ে সাধককে তার লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারেন।

সংস্কৃতে গুরু শব্দের তাৎপর্য "গু" অর্থে অন্ধকার "রু" অর্থে নাশ হওয়া, অর্থাৎ যিনি আমাদেরকে জড়রূপী আঁধার থেকে চৈতন্যরূপী আলোর পথে নিয়ে যান তিনিই গুরু। গুরুই পরমাত্মার সেই মাধ্যম যার মধ্যে দিয়ে তাঁর পরম চৈতন্য প্রবাহিত হয়।

আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা তিথি গুরু শিষ্য পরম্পরার এক সুবর্ণ তিথি ; জগৎগুরুদের গুরুশক্তির বর্ষা মানব সমাজের উপর বর্ষিত হওয়ার তিথি। কথিত আছে এই পুণ্য তিথিতেই স্বয়ং ভগবান শিব গুরু রূপে প্রকট হয়ে তাঁর প্রথম সাত শিষ্যকে পরম জ্ঞান (ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান) দান করেছিলেন। তাঁর সেই সাত শিষ্য সপ্তর্ষি নামে পরিচিত আমাদের কাছে।

মহামুনি দ্বৈপায়ন বেদব্যাসের জন্মতিথিও এই দিনটি।

শুধু তাই নয় এই পবিত্র দিনটি বৌদ্ধ ধর্মেও অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে উদযাপন করা হয়। কেননা ভগবান গৌতম বুদ্ধের বোধিলাভেরও তিথি এই পূর্ণিমা। সারনাথে ভগবান বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের প্রথম আত্মজ্ঞান প্রদান করেছিলেন এই দিনটিতেই।

পরমাত্মা তো মান্যতার উপর নির্ভর করে। তাঁর চৈতন্য তো সর্বত্র বিরাজমান। মানলে আমরা তাঁকে পাথরের মধ্যেও অনুভব করতে পারি। তবে হিন্দু সংস্কৃতিতে পরমাত্মাকে গুরু রূপে অনুভব করার সহজ মার্গের নির্দেশ আছে। আমরা যে দেব দেবী রূপেই পরমাত্মাকে উপাসনা করি না কেন তার প্রকৃত স্বরূপের প্রকাশ সদগুরুর মধ্যেই উপলব্ধি করা সম্ভব। তাই হিন্দু সংস্কৃতিতে স্পষ্ট রূপে বলা হয়। "গুরু ব্রহ্মা; গুরু বিষ্ণু; গুরুদেব মহেশ্বর।

গুরু সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম; তস্মৈ শ্রী গুরবে নমঃ।"

পরমাত্মাকে গুরু রূপে প্রাপ্তির দিন এই গুরু পূর্ণিমা তিথি। নিজের নিজের কলস রূপী চিত্তকে খালি করে গুরুর দেওয়া অমৃতে তা পূর্ণ করার দিন এই গুরু পূর্ণিমা।

গুরুই ব্রহ্মারূপে শিষ্যের আত্মাকে প্রকট করেন, এবং বিষ্ণুরূপে সংসারের সব নেতিবাচক পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করে শিষ্যের নব-প্রাপ্ত আত্মাকে প্রতিপালন করেন। আবার তিনিই মহেশ্বর রূপে শিষ্যের অতীতের নেতিবাচক স্মৃতির জাল কে ধ্বংস করে আত্মাকে মুক্ত করেন। অতএব প্রত্যেক সাধকের জীবনে তার গুরুর মধ্যেই পরব্রহ্মের প্রকাশকে অনুভব করা সম্ভব ।

হিমালয়ান মেডিটেশন পশ্চিমবঙ্গ

এরপর ৬ পাতায়

(২ পাতার পর)

## ফালাকাটা শহর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে এবার স্বয়ংক্রিয় গাড়ি নামাল পুরসভা

গাড়ির মাধ্যমে রাস্তা ঝাড়া, মোছা ও পরিষ্কার সমস্তটাই স্বয়ংক্রিয়ভাবে হবে।শহরের মূল রাস্তাগুলি পরিষ্কার করতে এখন থেকে এই গাড়িই কাজ করবে।ফালাকাটা পুরসভা সূত্রে জানাগেছে,পুরসভার টাইড ফান্ড থেকে এই স্বয়ংক্রিয় গাড়ি কেনা হয়েছে।মূলত সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের কাজে পূর্ণ সহযোগীতা করবে এই গাড়ি।এসডব্লুএম প্রকল্পের কাজ এখন চলছে।টার্গেট নেওয়া হয়েছে ২০২৬ সালের মাঝামাঝি সময়েই এই প্রকল্প চালু করার।তার আগে অবশ্য এই প্রকল্পের সহায়ককারী বিভিন্ন গাড়ি, যন্ত্র আগেই কিনেছে পুরসভা।এবার একেবারে স্বয়ংক্রিয় ভাবে রাস্তা পরিস্কার করতে গাড়ি কেনা হল।ট্রাফিক মোড় এলাকায় গাড়ি দিয়ে রাস্তার আবর্জনা পরিস্কার করা হয়।এমনকি পরে জল দিয়ে রাস্তা ধুয়েও দেওয়া হয়।

পুরসভা জানিয়েছে,আধুনিক প্রযুক্তির এই গাড়ির সামনেই রয়েছে রোটেটিং ঝাড়ু। শহরের রাস্তা দিয়ে যেতে সমস্ত ধুলো, বালি সহ সামান্য আবর্জনা যার মাধ্যমে ঝেড়ে ফেলা হবে। গাড়ির মাঝ বরাবর রয়েছে জল ছড়িয়ে দেওয়ার যন্ত্র। তার সঙ্গেই সংযুক্ত আছে মুভেবল সিনথেটিক কাপড়ের যন্ত্র। যা দিয়ে জলের সাহায্যে রাস্তা মুছে পরিষ্কার করে দেওয়া হচ্ছে। তবে এখানেই শেষ নয়। গাড়ির শেষ প্রান্তে লাগানো রয়েছে ভ্যাকিউম সাকশন পাইপ। কোথাও মাত্রাতিরিক্ত আবর্জনা নজরে পড়লে পুরসভার কর্মী সেই বড় মাপের পাইপ ব্যবহার করে রাস্তা থেকে আবর্জনা টেনে গাড়ির ভেতর ভরে নেবেন। আবর্জনার সঙ্গে সরাসরি কোনও সংস্পর্শই ঘটবে না কর্মীদের।পুরসভার ১৫নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার অভিজিৎ রায় বলেন,সম্ভবত এখনও উত্তরবঙ্গের কোনো পুরসভা রাস্তা পরিস্কার করতে এমন স্বয়ংক্রিয় গাড়ি নামায়নি।আমাদের পুরসভার বয়স মাত্র তিন বছর।এর মধ্যেই আমরা আরও বেশকিছু পদক্ষেপ নিয়েছি।আগামী ২বছরের মধ্যে ফালাকাটা শহরের চেয়ারা একেবারে বদলে যাবে।

### আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

**Emergency Contacts**
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line - 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

**Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors**
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219
(Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364,
(Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

**Administrative Contacts**
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

**Contacts of Railway Stations & Banks**
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

### রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি | 02 ভারত মেডিকেল হল | 03 সখা মেডিকেল হল | 04 ভারত মেডিক্যাল হল | 05 ঘোষ মেডিকেল | 06 ঔষধ ঘর |
| 07 আরোগ্য মেডিক্যাল | 08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী | 09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি | 10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী | 11 সিনহা মেডিকেল হল | 12 গোকুল ফার্মেসী |
| 13 ঔষধ ঘর | 14 সৌভিক ফার্মেসি | 15 নির্মলা মেডিকেল হল | 16 মাতৃ ফার্মেসী | 17 ইউনিক ফার্মেসী | 18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি |
| 19 ঘোষ মেডিকেল | 20 সৌভিক ফার্মেসি | 21 আরোগ্য মেডিকেল | 22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী | 23 শোভা মেডিকেল হল | 24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার |
| 25 সিনহা মেডিকেল হল | 26 ঘোষ মেডিকেল | 27 মাতৃ ফার্মেসী | 28 সৌভিক ফার্মেসি | 29 নির্মলা মেডিকেল হল | 30 মাতৃ ফার্মেসী |

# ভারতের শীর্ষস্থানীয় এআই স্টার্ট আপগুলিকে আমন্ত্রণ জানিয়ে স্টার্ট আপ অ্যাক্সিলারেটর ওয়েভ এক্স "কলা সেতু"-র সূচনা করেছে

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

ডিজিটাল শাসন ব্যবস্থার পথে ভারত যত অগ্রসর হচ্ছে, ততই নাগরিকদের সঙ্গে তাদের নিজস্ব ভাষায় দ্রুত ও কার্যকর সংযোগ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছে। কন্টেন্ট ক্রিয়েশনের প্রথাগত পদ্ধতির বেশকিছু সীমাবদ্ধতা থাকায় তা বর্তমান যুগে নাগরিকদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে মাত্রা, গতি ও বৈচিত্র্যে পিছিয়ে পড়ছে। ভারত সরকার অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রযুক্তিচালিত সংযোগ স্থাপনের যে অঙ্গীকার নিয়েছে, তারসঙ্গে সাযুজ্য রেখে ভাষাগত বিভাজনের মধ্যে সেতুবন্ধন করতে পারে এবং দেশ জুড়ে প্রান্তিকতম মানুষটির কাছেও তথ্য পৌঁছে দিতে পারে, এমন কৃত্রিম মেধাভিত্তিক সমাধানের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে।

কলা সেতু: ভারতের জন্য তাৎক্ষণিক ভাষা প্রযুক্তি

অন্তর্ভুক্তিমূলক যোগাযোগের জন্য কৃত্রিম মেধার শক্তিকে কাজে লাগাতে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক তার ওয়েভ এক্স স্টার্ট আপ অ্যাক্সিলারেটর প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে "কলা সেতু-রিয়েল টাইম ল্যাঙ্গুয়েজ টেক ফর ভারত" চ্যালেঞ্জের সূচনা করেছে। বিভিন্ন পাঠ্যবিষয় থেকে অডিও, ভিডিও ও গ্র্যাফিক কন্টেন্ট নানা ভারতীয় ভাষায় তৈরির দেশব্যাপী এই প্রয়াসে প্রথম সারির ভারতীয় এআই স্টার্ট আপগুলিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

এই চ্যালেঞ্জে এমন সমাধান চাওয়া হয়েছে, যা এআই চালিত কন্টেন্ট জেনারেশনের তিনটি মূল ক্ষেত্রকে সমর্থন করবে। প্রথমত টেক্সট টু ভিডিও জেনারেশন- এক্ষেত্রে পাঠ্যবিষয় থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভিডিও তৈরি করা যাবে। পরিবেশের বিভিন্নতা ও প্রয়োজনীয়তা অনুসারে এটি বদলানো সম্ভব হবে। দ্বিতীয়ত টেক্সট টু গ্রাফিক্স জেনারেশন- এক্ষেত্রে পাঠ্যবিষয় থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে গ্রাফিক্স ও ছবি তৈরি করা সম্ভব হবে, যাতে জটিল তথ্য সহজে বুঝতে সুবিধা হয় এবং তা মনোযোগ আকর্ষণ করে। তৃতীয়ত টেক্সট টু অডিও জেনারেশন- এক্ষেত্রে পাঠ্যবিষয় থেকে অডিও তৈরি হবে। অডিও তৈরির সময়ে আঞ্চলিক উচ্চারণ এবং বহুভাষিকতার বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে।

নাগরিক কেন্দ্রিক প্রয়োগ

কলা সেতুর লক্ষ্য হল ডিজিটাল ভাষার বিভাজনকে সরিয়ে বিভিন্ন সরকারি তথ্য স্থানীয় ভাষায় গ্রাফিক্স, ভিডিও ও অডিও কন্টেন্টের মাধ্যমে আকর্ষণীয়ভাবে তুলে ধরা। এটি কোনো কৃষকের জন্য আবহাওয়ার সতর্কবার্তা হতে পারে অথবা কোনো পড়ুয়ার পরীক্ষা সংক্রান্ত খবর কিংবা কোনো প্রবীণ নাগরিক এথেকে স্বাস্থ্য পরিচর্যা প্রকল্পে সম্পর্কে জানতে পারেন। এই প্রয়াসের মাধ্যমে শুধু যে প্রয়োজনীয় তথ্য দ্রুত ও আকর্ষণীয়ভাবে পৌঁছে দেওয়া হবে তাই নয়, এটি পাওয়া যাবে স্থানীয় ভাষায়।

কিভাবে আবেদন করতে হবে

স্টার্ট আপগুলি ওয়েভ এক্স পোর্টালে https://wavex.wavesbazaar.com কলা সেতু চ্যালেঞ্জ বিভাগে নিজেদের নাম নথিভুক্ত করে আবেদন করতে পারে। তাদের ৩০ জুলাই ২০২৫-এর মধ্যে একটি ভিডিও ডেমো জমা দিতে হবে। বাছাই হওয়া দলগুলি নতুন দিল্লিতে জাতীয় পর্যায়ের জুড়ির সামনে তাদের সমাধান উপস্থাপন করতে পারবে। বিজয়ীর সঙ্গে পূর্ণমাত্রায় উন্নয়নের একটি সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরিত হবে। এক্ষেত্রে আকাশবাণী, দূরদর্শন এবং পিআইবি প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবে। ওয়েভ এক্স ইনোভেশন প্ল্যাটফর্ম থেকেও যথাযথ সহায়তা পাওয়া যাবে।

ভাষা সেতু চ্যালেঞ্জ

চলতি বছরের ৩০ জুন ওয়েভ এক্স প্ল্যাটফর্মে ভাষা সেতু শীর্ষক অনুবাদ চ্যালেঞ্জের ঘোষণা করা হয়েছিল। স্টার্ট আপগুলি এখনও ২২ জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত এই চ্যালেঞ্জে অংশগ্রহণ করতে পারে। ভারত সরকার অন্তর্ভুক্তিমূলক ও কার্যকর শাসন ব্যবস্থার জন্য এআই চালিত সমাধান প্রয়োগের যে দৃঢ় সংকল্প নিয়েছে, এই প্রয়াসগুলি তারই নিদর্শন।

(৫ পাতার পর)

# গুরু পূর্ণিমা

কর্তৃক এই দিনটিতে সব সাধক সাধিকার সম্মিলিত প্রয়াসে হুগলির হরিপালে কাশি বিশ্বনাথ সমিতিতে উদযাপিত হবে। আমরা সকল সৌভাগ্যশালী সাধকগণ জীবন্ত সদ গুরুর সূক্ষ্ম শরীরের সান্নিধ্যে সামূহিকতায় গুরু পূর্ণিমার পূণ্য তিথিতে গুরু চরণে নিজেদের সমর্পণ করে গুরুর আশীর্বাদ স্বরূপ তাঁর চৈতন্যবর্ষায় স্নাত হয়ে জীবন ধন্য করি।গুরু পূর্ণিমার উৎসব হলো আত্মার উৎসব। তাই আত্মার সাথে পরমাত্মার এই মহামিলনের উৎসবে সকল উৎসাহী সকলকে জানাই হিমালয়ান মেডিটেশনের তরফ থেকে সাদর আমন্ত্রণ। তাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াসকে হারিপাল কাশি বিশ্বনাথ সমিতির প্রাঙ্গণে নিজেদের উপস্থিতি দ্বারা সাফল্যমন্ডিত করুন।

এই আত্মোৎসবে যুক্ত হতে আগ্রহীরা (আগামী 9th জুলাই ও 10th জুলাই 2025) নিম্নলিখিত ফোন নম্বরে যোগাযোগ করবেন :

8697349477

8617422352

# চোলাই মদের ঠেক বন্ধ করতে পথে নামল প্রমিলা বাহিনী

**বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় তারকেশ্বর হুগলি**

৮ই জুলাই, হুগলির তারকেশ্বরের বালিগোড়ি এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের দিঘিরপাড় এলাকায় একাধিক চোলাই মদের ঠেক অবিলম্বে বন্ধের দাবিতে পথে নামল প্রমিলা বাহিনী। এদিন বিকালে ঝাঁটা ও লাঠি হাতে চোলাই মদের দোকানগুলিতে হুঁশিয়ারি দিয়ে তারা জানান অবিলম্বে মদের ঠেক গুলি বন্ধ না করলে হামলা চালাবে তারা। মহিলারা আরো জানায় যে, মদের ঠেক গুলি বন্ধ করার জন্য প্রশাসনকে জানিয়েও কোন কাজ হয়নি। তাই তারা আজ নিজেরাই জমায়েত হয়ে একাধিক মদের ঠেক বন্ধের হুঁশিয়ারি দেন। পরবর্তী পদক্ষেপ প্রশাসন কি নেয় সেই দিকেই তাকিয়ে আছে এলাকার এই প্রমিলা বাহিনী, না হলে তারা এর বিরুদ্ধে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন বলে জানান।

# সিনেমার খবর

## 'বড্ড একা শাহরুখ, সঙ্গে শুধু নিজের ছায়া'

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডে দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে কাজ করছেন শাহরুখ খান ও জ্যাকি শ্রফ। 'কিং আঙ্কল', 'ওয়ান টু কা ফোর', 'দেবদাস'-সহ একাধিক ছবিতে একসঙ্গে অভিনয় করেছেন দুজন। তবে শুধু পর্দার বন্ধুত্ব নয়, বাস্তব জীবনেও একে অপরের প্রতি রয়েছে গভীর শ্রদ্ধা ও স্নেহ।

সম্প্রতি বিকি লালওয়ানির সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারে শাহরুখকে নিয়ে স্মৃতি মধুর মন্তব্য করলেন জ্যাকি। বললেন, "আমি ওকে প্রথম দেখি 'কিং আঙ্কল'-এর সেটে। সে সময় আমার ছোট ভাইয়ের চরিত্রে অভিনয় করছিল। ওর মধ্যে ফোকাস ছিল, ক্যারিশমা ছিল, কাজের প্রতি নিষ্ঠা ছিল। কিন্তু সে ছিল একদম একা, নিঃসঙ্গ। আমি যেমন ছিলাম, সে-ও তেমনই ছিল। সেই নিঃসঙ্গতা আমার ভালো লেগেছিল।"

জ্যাকি আরও বলেন, "একবার কেউ আমাকে বলেছিলেন, প্রত্যেক অভিনেতার একাকিত্ব অনুভব করা উচিত। আমি দেখেছিলাম, সে এক কোনায় একা বসে রয়েছে। সেই চেহারা, সেই আচরণ—সবটাই যেন নিজেকে একরকম গুটিয়ে রাখা। পরবর্তীতে 'দেবদাস'-এর সময়ও ওর মধ্যে সেই একই ভাইব দেখেছি। আমার কাছে শাহরুখ তখনও আমার ছোট ভাইই ছিল।"

সুপারস্টার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একরকম একাকিত্বও আসে—এমনটাই মনে করেন জ্যাকি শ্রফ। তার কথায়, "যখন কেউ এভারেস্টের চূড়োয় পৌঁছায়, তখন সেখানে থাকে শুধু নিজের ছায়া। ওপরে খুব নিঃসঙ্গ লাগে। শাহরুখও তেমন। বলিউডের শীর্ষে পৌঁছে বড্ড একা। যেন সঙ্গে শুধু নিজের ছায়া।"

২০১৪ সালে ফারাহ খানের 'হ্যাপি নিউ ইয়ার'-এ ফের একসঙ্গে পর্দা ভাগ করেন জ্যাকি ও শাহরুখ। এবার শোনা যাচ্ছে, শাহরুখের আসন্ন ছবি 'কিং'-এ ফের একসঙ্গে কাজ করতে পারেন তারা।

## 'ক্যাটরিনা কখনও আলোচনা করে না', ভিকির কণ্ঠে আক্ষেপ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

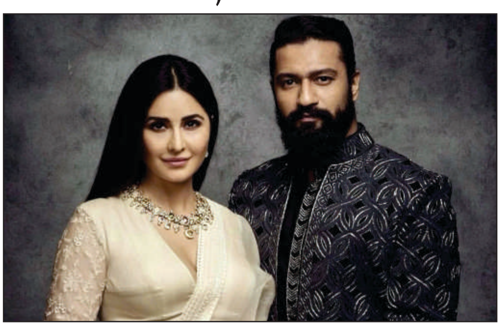

বলিউডের জনপ্রিয় জুটি ভিকি কৌশল ও ক্যাটরিনা কাইফ। দু'জনেই খোলামেলা মেজাজে নিজেদের সম্পর্কের গল্প শেয়ার করে থাকেন। তবে এবার ভিকির মুখে শোনা গেল স্ত্রী ক্যাটরিনাকে নিয়ে এক হালকা আক্ষেপের সুর।

সম্প্রতি করিনা কাপুর খানের পডকাস্টে অতিথি হিসেবে হাজির হয়ে ভিকি জানান, তাঁর অভিনীত প্রতিটি কাজ খুব মন দিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন ক্যাটরিনা। একজন দর্শকের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মতামতও দেন। ভিকির কথায়, 'ক্যাটরিনা আমার সব সিনেমা দেখে, ফিডব্যাক দেয়, এমনকি কোথায় উন্নতি করা দরকার, তাও বলে। এটা আমার জন্য অনেক উপকারী।'

তবে এখানেই ছিল ভিকির হালকা ক্ষোভ। তিনি বলেন, 'কখনও উল্টোটা হয় না। ক্যাটরিনা কিন্তু আমার কাছ থেকে কোনো অভিনয় পরামর্শ নেয় না।' এ মন্তব্যের পর থেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় শুরু হয়েছে আলোচনা। অনেকেই দাম্পত্যে এই 'ওয়ান ওয়ে ফিডব্যাক'-এর বিষয়টিকে মজার ছলে নিচ্ছেন, কেউ কেউ আবার দেখছেন ভিকির আন্তরিকতা ও স্বচ্ছতার প্রতিফলন হিসেবে।

## ঋতুপর্ণা-কৌশিক-চঞ্চল এবার 'ত্রিধারা'য় একসাথে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দুই বাংলার তিন জনপ্রিয় অভিনয়শিল্পী—ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় ও চঞ্চল চৌধুরী—প্রথমবারের মতো একসঙ্গে বড় পর্দায় অভিনয় করতে যাচ্ছেন। পরিচালক অমিতাভ ভট্টাচার্য পরিচালিত নতুন ছবি 'ত্রিধারা'-তে দেখা যাবে এই তিনজনকে।

ছবির প্রযোজনায় রয়েছেন অমিত মুখোপাধ্যায়। প্রাথমিক কথাবার্তা চললেও দর্শকদের প্রত্যাশা, এই ছবি মুক্তি পেলে দুই বাংলার অভিনয়প্রেমীরা এক ফ্রেমে তিন কিংবদন্তিকে দেখতে পাবেন।

'ত্রিধারা' নাম থেকেই স্পষ্ট, এটি তিনটি ভিন্ন জীবনের গল্প নিয়ে নির্মিত হতে যাচ্ছে। প্রেম, অতীত এবং জীবনের বাস্তবতা—এই ত্রিমুখী রসায়নের জটিলতায় গাঁথা হবে সিনেমার কাহিনি।

চরিত্রদের জীবনে ২৫ বছর আগেকার প্রেম হঠাৎ ফিরে এলে কীভাবে তা বর্তমানকে এলোমেলো করে দেয়, কীভাবে মানুষ নিজের ভাঙা জীবনকে গুছিয়ে নিতে চেষ্টা করে—এই টানাপড়েনকে কেন্দ্র করেই নির্মিত হবে 'ত্রিধারা'।

যদিও এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু ঘোষণা হয়নি, প্রাথমিক পর্যায়ে কলাকুশলীদের সঙ্গে আলোচনা চলছে। পরিচালক, অভিনেতা-অভিনেত্রী কেউই এ নিয়ে এখনো আনুষ্ঠানিক মন্তব্য করেননি।

এদিকে, কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় বর্তমানে ব্যস্ত আছেন ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত পরিচালিত ছবি 'গৃহপ্রবেশ' নিয়ে। ছবিতে আরও রয়েছেন শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়, জিতু কমল, সোহিনী সেনগুপ্ত ও রুদ্রনীল ঘোষ।

# মোনাকোর সঙ্গে চুক্তির সময় কান্নায় ভেঙে পড়লেন পগবা

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

প্রায় ১৮ মাস পর নিষেধাজ্ঞা কাটিয়ে মাঠে ফেরার দ্বারপ্রান্তে পল পগবা। ফ্রান্সের লিগ ওয়ানের ক্লাব মোনাকোর সঙ্গে দুই বছরের চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন এই বিশ্বকাপজয়ী তারকা। শনিবার ক্লাব কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করেছে, ২০২৭ সাল পর্যন্ত মোনাকোর জার্সিতেই দেখা যাবে সাবেক ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড মিডফিল্ডারকে।

চুক্তিতে সই করার সময় আবেগ ধরে রাখতে পারেননি পগবা। ক্লাবের প্রকাশিত এক ভিডিওতে দেখা যায়, মাথা নিচু করে নিজের হাতে মুখ লুকিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি। এরপরই চুক্তিতে সই করেন এবং তাকে জড়িয়ে ধরেন ক্লাবের স্পোর্টিং ডিরেক্টর থিয়াগো স্কুরো ও তার প্রতিনিধি।

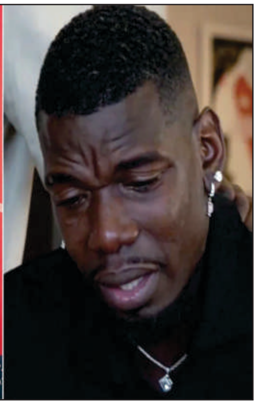

ভিডিওতে স্কুরো বলেন, 'সময় নাও, এটা খুব সুন্দর একটি মুহূর্ত। আমাদের জন্য যেমন, তোমার জন্যও তেমনি।' জবাবে পগবা বলেন, 'ধন্যবাদ, আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ।' স্কুরো আরও বলেন, 'এটা কেবল শুরু। সামনে অনেক পথ বাকি। তুমি সঠিক জায়গায়, সঠিক মানুষদের সঙ্গে আছো।' পগবা সংক্ষেপে বলেন,'আপনাদের আস্থার জন্য ধন্যবাদ।'

২০২৩ সালের আগস্টে জুভেন্টাসের হয়ে সর্বশেষ খেলেছিলেন পগবা। পরে ডোপ টেস্টে পজিটিভ হওয়ায় তাকে চার বছরের নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়। তবে তদন্তে জানা যায়, এটি ইচ্ছাকৃত ছিল না। আপিলের পর সেই শাস্তি কমে ১৮ মাসে নেমে আসে, যা শেষ হয় ২০২৫ সালের মার্চে।

নিষেধাজ্ঞা কাটিয়ে মাঠে ফেরার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করছিলেন পগবা। এ সময় তাকে নিয়ে এমএলএস, সৌদি প্রো লিগ ও তুরস্কের কয়েকটি ক্লাবে যাওয়ার গুঞ্জন শোনা গেলেও শেষ পর্যন্ত তিনি নিজ দেশ ফ্রান্সে ফিরে মোনাকোকে বেছে নেন।

## বিয়ের আশ্বাস দিয়ে তরুণীকে হেনস্তার অভিযোগ ভারতীয় পেসারের বিরুদ্ধে

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর প্রথম আইপিএল শিরোপাজয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা পেসার যশ দয়াল এবার চরম বিতর্কে জড়িয়েছেন। গাজিয়াবাদের এক ২৭ বছর বয়সী তরুণী তাঁর বিরুদ্ধে বিয়ের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে শারীরিক ও মানসিক হেনস্তার অভিযোগ এনেছেন।

উত্তরপ্রদেশ সরকারের অনলাইন অভিযোগ প্ল্যাটফর্ম আইজিআরএস-এর মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে অভিযোগ করেছেন ওই তরুণী। অভিযোগের ভিত্তিতে মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয় গাজিয়াবাদের ইন্দিরাপুরম সার্কেল অফিসারের কাছে রিপোর্ট চেয়েছে এবং বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য ২১ জুলাই পর্যন্ত সময় বেঁধে দিয়েছে।

অভিযোগকারীর দাবি, যশ দয়ালের সঙ্গে তাঁর পাঁচ বছরের সম্পর্ক ছিল। তিনি বলেন, 'বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে যশ আমাকে মানসিক ও শারীরিকভাবে হেনস্তা করেছে। এমনকি নিজের পরিবারকেও আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়েছিল। স্বামীর মতো ব্যবহার করত।'

তরুণীর আরও অভিযোগ, সম্পর্কের সময় যশ তাঁর কাছ থেকে টাকা নিয়েছেন এবং তাঁকে প্রতারণা করেছেন। তাঁর দাবি, এর আগেও যশ একাধিক নারীর সঙ্গে একই ধরনের আচরণ করেছেন।

অভিযোগকারী জানিয়েছেন, তাঁর কাছে যশের সঙ্গে চ্যাট, ভিডিও কল এবং বিভিন্ন মুহূর্তের ছবি ও প্রমাণ রয়েছে। তিনি জানান, ১৪ জুন হেল্পলাইন নম্বরে অভিযোগ জানানোর পরও পুলিশের পক্ষ থেকে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি, যার ফলে বাধ্য হয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অভিযোগ দায়ের করেন।

এখনও পর্যন্ত যশ দয়ালের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

## ছক্কা হাঁকিয়েই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন ব্যাটসম্যান

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

ক্রিকেট মাঠে ছক্কা হাঁকিয়ে উদযাপনের মুহূর্তেই মর্মান্তিক মৃত্যু হলো ভারতের পাঞ্জাবের ক্রিকেটার হরজিত সিংয়ের। প্রতিপক্ষের বোলারের বল উড়িয়ে সীমানার বাইরে পাঠিয়ে ঠিক সেই সময়েই জীবনের শেষ ইনিংসটি খেললেন ৪২ বছর বয়সী এই ব্যাটার।

ঘটনাটি ঘটে ফিরোজপুরের ডিএভি স্কুল মাঠে, একটি স্থানীয় টুর্নামেন্টে অংশ নিচ্ছিলেন হরজিত। ছক্কা মারার পর নন-স্ট্রাইকে থাকা সতীর্থের সঙ্গে কথা বলতে পিচের মাঝ বরাবর এগিয়ে যান তিনি। কিন্তু কয়েক কদম হাঁটার পর হঠাৎ করেই বসে পড়েন, এরপর মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। মুহূর্তেই খেলা থেমে যায়।

মাঠের খেলোয়াড়রা দ্রুত ছুটে আসেন এবং সিপিআর দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে যায়। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় হরজিতের। পরে স্থানীয় হাসপাতালে নেওয়া হলেও তাকে আর বাঁচানো সম্ভব হয়নি।

এই মর্মান্তিক ঘটনার ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে সামাজিক মাধ্যমে এবং মুহূর্তেই ভাইরাল হয়ে যায়। বিষয়টি ক্রিকেটপ্রেমীদের মাঝে শোকের ছায়া ফেলে।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR